আমার দৃষ্টিতে মঠবাড়ী খ্রীষ্টান সমবায় সমিতি

অনীল ইউজিন রোজারিও

১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে আমি মঠবাড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। আর মঠবাড়ী ধর্ম পল্লীর তৎকালীন পাল পুরোহিত ছিলেন শ্রদ্ধেয় ফাদার বার্গম্যান সিএসসি। তিনি ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মঠবাড়ী ধর্ম পল্লীর পাল পুরোহিত হিসাবে আগমন করেন। তিনি কিছুদিন মঠবাড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আলফ্রেড রোজারিও সাথে আলাপ আলোচনা করিয়া অবগত হন। যে অনেক খ্রীষ্টান ছেলে/মেয়েরা প্রাথমিক শিক্ষা হইতে বঞ্চিত। আর এর জন্য দায়ী পিতা মাতারা। তাহারা তাদের ছেলে-মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার কোন মূল্যায়নই করে না। আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছে কিন্তু আমাদের খ্রীষ্টান পরিবারে শিক্ষার হার খুবই নগন্য। আর আমাদের মঠবাড়ী ধর্ম পল্লীর খ্রীষ্টভক্তের আর্থিক অবস্থা বেশী ভাল নয়। প্রতি বছর বন্যায় খাদ্য শস্য উৎপাদন করাও সম্ভব হইতেছে না।

আর ১৯৫৪-৫৫ খ্রীষ্টাব্দে নজীর বিহীন বন্যায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করে এবং খ্রীষ্টান পরিবারের অবস্থাও খারাপ হয়ে পরে। তাই তৎকালীন ঢাকা মহাধর্ম প্রদেশের প্রথম মহামান্য আর্চ বিশপ লরেন্স বিল ও গ্রেণার সিএসসি-এর আহ্বানে আমেরিকার ক্যাথলিক রিলিফ সংস্থা হইতে প্রচুর খাদ্য সামগ্রী আসে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের খ্রীষ্টানদের জন্য এবং সেই খাদ্য সামগ্রী আনুপাতিক হারে আসে মঠবাড়ী ধর্ম পল্লীতে। আর তাহা চলমান থাকে ১৯৫৫-৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

ফাদার বার্গম্যান সিএসসি, মঠবাড়ী ধর্ম পল্লীবাসীদের এক কড়া আহ্বান জানান যে সমস্ত পরিবারের ছেলে মেয়েদের বয়স ৭ বছর হয়েছে। তাদের অবশ্যই মঠবাড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের জন্য ভর্তি করিতে হইবে। যে পরিবার তাহা অমান্য করিবে, তাদের কোন প্রকার সাহায্য প্রদান করা হইবে না। সেই আর্শীবাদে আমি ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে মঠবাড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে ভর্তি লাভ করি এবং শিক্ষা জীবনে সুযোগ লাভ করিয়া পরবর্তীতে সমবায়ের দীক্ষা লাভের সুযোগ গ্রহণ করিবার সময় আসে।

ফাদার বার্গম্যান প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব হিসাবে ১৯৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁর আর্থিক সাহায্যে মঠবাড়ীতে সিস্টারদের কনভেন্ট নির্মান করেন। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে শিক্ষকের পরিবর্তে সিস্টার দ্বারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। আর মানুষের সু-চিকিৎসার জন্য ঔষধালয় নির্মাণ করিয়া সিস্টার যোসেফ এস এম আর কে পরিচালনার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়।

মঠবাড়ী ধর্মপল্লীর ছেলে মেয়েদের যখন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা চালু করা হয়। তখন দেখা দেয় বই ও খাতা পত্র কেনার জন্য অনেক পরিবারের আর্থিক অভাব। আর সেই অভাব পূরণের জন্য ঐ পরিবারেরা আসেন ফাদারের কাছে সাহায্যের জন্য। তবে অনেক পরিবার ফাদারের মধ্যস্থতায় মঠবাড়ী মিশন সমিতির কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য লাভ করেন। ফাদার বার্গম্যান মঠবাড়ী ধর্মপল্লীবাসীর এই আর্থিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্য অনেক চিন্তার শেষে, ঢাকা মহাধর্ম প্রদেশের মহামান্য আর্চবিশপ গ্রেনারর সাথে আলোচনা করেন। অতঃপর আর্চ বিশপ ফাদার ইয়াং সিএসসি কে ৫ই মে ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে মঠবাড়ী ধর্মপল্লী বাসীর আর্থিক উন্নয়ন প্রদর্শনের জন্য পাঠাইবেন বলে ফাদার বার্গম্যান কে জানানো হয়। আর ফাদার ২১শে এপ্রিল ও ২৮শে এপ্রিল রবিবাসরীয় বাসরায় খ্রীষ্টযাগে তাহা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন ধর্মপল্লীবাসীর উন্নয়নের জন্যই ফাদার ইয়াং আসিতেছেন আপনারা অনুগ্রহ পূর্বক এই পড়ায় যোগদান করিবেন।

নির্ধারিত দিনে ফাদার ইয়াং উপস্থিত। প্রথম খ্রীষ্টযাগে তিনি বলেন আপনারা সকলে খ্রীষ্টযাগের পরে স্কুল ঘরে উপস্থিত থাকিবেন। মঠবাড়ী ধর্মপল্লীবাসীর আর্থিক উন্নয়নের জন্য আমি আসিয়াছি। আমার অনুরোধ আপনারা যোগদান করিবেন। আর্চবিশপ আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাদের সেবার জন্য। খ্রীষ্টযাগের পর অনেক লোক উপস্থিত হলেন স্কুল ঘরে। আর ফাদার